بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২২শে মে, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে তাঁর বিনয় ও নম্রতার আরো কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। আজও সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। মহানবী (সা.)-এর নম্রতার মান কিরূপ ছিল তা তাঁর ছোটো ছোটো কথা এবং কাজের মাধ্যমেও প্রকাশ পেত। যেমন মহানবী (সা.) বলেছেন, **আমি সেভাবেই পানাহার করি যেভাবে একজন দাস পানাহার করে থাকে এবং সেভাবেই বসি যেভাবে একজন দাস বসে, কারণ আমিও একজন অধম বান্দা মাত্র।** হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর একটি উটনী ছিল যার নাম ছিল **আযবা**। সেটি এত দ্রুতগামী ছিল যে, কোনো উট একে পেছনে ফেলতে পারত না। একবার এক বেদুঈন তার একটি তাগড়া উটে চড়ে আসে এবং সেই উটনী আযবাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়। সাহাবীদের কাছে এটি খুবই খারাপ লাগে যে, আযবা পেছনে পড়ে গেল আর অন্য উট আগে চলে গেল। মহানবী (সা.) তাদের এই মনোভাব দেখে বলেন, **আল্লাহ্‌র এটি নীতি যে, পৃথিবীতে তিনি যে জিনিসকে উঁচুতে তুলেন তাকে আবার নিচেও নামিয়ে দেন; এতে রাগ করার কিছু নাই।** [অর্থাৎ উত্থানের পর সব কিছুরই পতন হয়]

তাঁর নম্রতার আরেকটি উদাহরণ হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে উমরা করার অনুমতি প্রার্থনা করি। তিনি আমাকে অনুমতি দেন এবং বলেন, **হে আমার ভাই! তোমার দোয়ায় আমাকে ভুলে যেও না।** হযরত উমর (রা.) বলেন, **তিনি (সা.) যে কথাটি বলেছিলেন, এর পরিবর্তে যদি আমি পুরো জগৎও পেয়ে যেতাম তবুও আমি এত খুশি হতাম না।** অথচ তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ পাঠ করার বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'লা দোয়া কবুল হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু এটি তাঁর (সা.) বিনয়ের পরম মান ছিল যে, তিনি নিজের এক অনুসারীকে বলছেন, আমার জন্য দোয়া কোরো।

মহানবী (সা.) কোনো কাজ করতেই লজ্জাবোধ করতেন না এবং ছোটো থেকে ছোটো কাজও নিজের হাতে করে অন্যদের শেখাতেন। এক বর্ণনায় রয়েছে, মহানবী (সা.) একদা এক বালকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আর সেসময় সে একটি ছাগলের চামড়া ছাড়াচ্ছিল। তখন মহানবী (সা.) তাকে সরিয়ে দিয়ে বলেন, দেখো! আমি তোমাকে পশুর চামড়া ছাড়ানোর সঠিক পদ্ধতি শেখাচ্ছি। কারণ আমার মনে হচ্ছে না যে, চামড়া ছাড়ানোতে তোমার দক্ষতা আছে। এরপর তিনি নিজের হাতে চামড়া ছিলে দেখিয়ে দেন এবং বলেন, হে বালক! এভাবে চামড়া ছাড়াও।

হযরত খাব্বাব (রা.)-র কন্যার রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে ছাগলের দুধ দোহনের জন্য আসেন। তিনি (সা.) ছাগলটিকে বেঁধে তার দুধ দোহন করেন এবং বলেন, আমার কাছে একটি বড়ো পাত্র নিয়ে আসো। একটি বড়ো পাত্রে তিনি (সা.) দুধ দোহন করেন, এমনকি তা দুধে পূর্ণ হয়ে যায়। এরপর বলেন, তুমিও পান করো এবং তোমার প্রতিবেশীদেরও পান করাও। এখানে তাঁর (সা.) দোয়ার ফলে দুধে অনেক বরকত হয় এবং অনেকেই তা পান করার সৌভাগ্য লাভ করেন। সালাম প্রদান এবং মজলিসে বসার ক্ষেত্রেও তাঁর বিনম্র অবস্থা ও উন্নত চরিত্রের উদাহরণ পাওয়া যায়।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, যখন কোনো ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সামনে আসত তখন তিনি তার সাথে করমর্দন করতেন। তিনি নিজের হাত তার হাত থেকে

ছাড়িয়ে নিতেন না, যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি নিজেই তার হাত টেনে নিত এবং নিজের মুখমণ্ডল তার দিক থেকে ফিরিয়ে নিতেন না, যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি নিজে মুখ ফিরিয়ে নিত আর তাঁকে কখনো নিজের সঙ্গীর সামনে হাঁটু বাড়িয়ে বসতে দেখা যায়নি।

ইবনে হাযম (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.)-এর সামনে উটের মালিক ও বকরীর মালিকদের মধ্যে বিতণ্ডা দেখা যায় যে, কারা মর্যাদায় অধিক শ্রেষ্ঠ। তিনি (সা.) তাদের এ অবস্থা দেখে বলেন, হযরত মূসা (আ.) নবী ছিলেন— অথচ বকরী চড়াতেন, হযরত দাউদ (আ.) নবী ছিলেন, তিনিও বকরী চড়াতেন আর আমিও নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি আমিও বকরী চড়াই। এভাবে তিনি (সা.) যারা বকরী চড়াতেন তাদের মনস্তুষ্টি করেন।

মরুবাসীদের মধ্যে যাহের নামের একজন্য গ্রাম্য সাহাবী ছিলেন, যিনি মহানবী (সা.)-এর জন্য গ্রামের বিভিন্ন উপহার নিয়ে আসতেন আর যখন তিনি ফিরে যেতে উদ্যত হতেন তখন মহানবী (সা.)ও তাকে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দিয়ে বিদায় জানাতেন। **মহানবী (সা.) বলতেন, যাহের আমাদের গ্রাম্য বন্ধু এবং আমরা তার শহরের বন্ধু।** হযরত যাহের (রা.) একজন ক্রীতদাস এবং খুবই হতদরিদ্র মানুষ ছিলেন আর তার চেহারাও ছিল কদাকার এবং কাপড়চোপড় থাকত ধূলিমলিন। একদিনের ঘটনা, যাহের (রা.) বাজারে কারো কোনো জিনিস বিক্রি করছিলেন আর ঘর্মাক্ত ছিলেন। এমন সময় মহানবী (সা.) তার কাছে আসেন এবং পেছন থেকে তাকে এমনভাবে বুকে জড়িয়ে ধরেন যে, তিনি মহানবী (সা.)-কে দেখতে পাচ্ছিলেন না আর শিশুদের খেলার মতো তার চোখ চেপে ধরেন। কিন্তু তিনি এটি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মহানবী (সা.) ছাড়া আর কেউ তাকে এভাবে জাপটে ধরতে পারেন না। তখন তিনি নিজের দেহ মহানবী (সা.)-এর বুকের সাথে আরও বেশি ঘষতে থাকেন, ফলে মহানবীর শরীর ও পোশাক ময়লা হয়ে যায়। তখন মহানবী (সা.) রসিকতা করে বলেন, **আমার এই দাসটিকে কে কিনবে?** হযরত যাহের (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তাহলে তো আপনি আমাকে নিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হবেন অর্থাৎ, আমাকে কে-ই বা কিনবে? তখন মহানবী (সা.) বলেন, **আল্লাহ্‌র দরবারে তুমি অত্যন্ত মূল্যবান।**

হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) বলেন, আমি আমার পিতা হযরত আলী (রা.)-র কাছে মহানবী (সা.)-এর বাড়ির দৈনন্দিন রুটিনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন নিজের গৃহে আসতেন, তখন ঘরের সময়কে তিন ভাগে ভাগ করতেন। এক ভাগ আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গ করতেন, এক ভাগ নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য এবং এক ভাগ নিজের জন্য। তবে নিজের ভাগটিও নিজের আত্মীয়স্বজন ও মানুষের মাঝে বণ্টন করে দিতেন এবং বিশেষভাবে প্রবীণ সাহাবীগণ (রা.)-র মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মপ্রচার করতেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, একদিন এক আনসার সাহাবী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি (সা.) তাকে দেখতে যান। ফেরত আসার সময় সেই সাহাবী তার পুত্রকে একটি ঘোড়া নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে যেতে বলেন। হয়ত তিনি (সা.) অন্য কারো সাথে দেখা করবেন তাই এ সময় তার ছেলেকে তাঁর নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে পাঠান, এছাড়া ঘোড়াটিও নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু তারা রওনা দেয়ার কিছুক্ষণ পর সেই ছেলে ফেরত চলে আসে। তার পিতা তাকে এত দ্রুত ফেরত আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আমরা বের হবার পর মহানবী (সা.) আমাকে বলেন, তুমি আমার পেছনে বসো। কিন্তু আমি বললাম, আমি এত বড়ো বেয়াদবি করতে পারব না। তিনি (সা.) বলেন, আমিও এটি মেনে নিতে পারব না যে, তুমি আমার সাথে পায়ে হেঁটে যাবে আর আমি ঘোড়ায় চড়ে যাব। হয় তুমি আমার সাথে ঘোড়ায় আরোহণ করো নতুবা ফিরে যাও। তাই আমি ফেরত চলে আসাকেই অধিক শ্রেয় মনে করি।

হযরত উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে, আমি একবার মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হই, তখন তিনি ওপরতলার কক্ষে অবস্থান করছিলেন। সে সময় তিনি একটি চাটাইয়ের ওপর শুয়ে ছিলেন আর সেই চাটাইয়ের ওপর অন্য কোনো বিছানা ছিল না। তাঁর মাথার নিচে চামড়ার একটি বালিশ ছিল যার ভেতরে খেজুর গাছের আঁশ ভরা ছিল আর তাঁর পায়ের কাছে বাবলা গাছের পাতার একটি স্তূপ ছিল। আমি তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ দেখতে পাই। এটি দেখে আমি কেঁদে ফেলি। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! পারস্য ও রোমের সম্রাটরা কত আরামে আছে আর আপনি আল্লাহ্‌র রসূল হয়ে এমন কষ্টে অবস্থায় জীবনাতিপাত করছেন! তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, **তাদের জন্য হবে এই জগৎ আর আমাদের জন্য পরকাল?**

দুশ্চরিত্র বা কঠোর স্বভাবের মানুষের সাথেও তিনি (সা.) সর্বদা কোমল ও নম্র আচরণ করতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, জনৈক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে নিজের পাওনা দাবি করে এবং চরম রূঢ় ভাষা ব্যবহার করে। সাহাবীরা এতে অত্যন্ত রাগান্বিত হন। কিন্তু তিনি (সা.) বলেন, তাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে একটি উট ক্রয় করে দাও। সাহাবীরা বলেন, আমরা তার উটের সমমানের উট পাচ্ছি না, বরং তার চেয়ে বেশি মূল্যমানের উট পাচ্ছি। তিনি (সা.) বলেন, সেটিই তাকে দিয়ে দাও, **কারণ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে ঋণ পরিশোধে সবচেয়ে উত্তম।**

মক্কা বিজয়ের সময় হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) তাকে দেখে বলেন, হে আবু বকর! তুমি এই বয়োবৃদ্ধ মানুষটিকে বাড়িতেই থাকতে দিতে, আমি নিজেই তো তার সাথে গিয়ে সাক্ষাৎ করতে পারতাম। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার তার কাছে যাওয়ার চেয়ে তার আপনার কাছে আসা অধিক যুক্তিযুক্ত।**

মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিগত জীবনযাপন সম্পর্কে হযরত হাসান (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.)-এর দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। তাঁর জন্য কোনো দ্বাররক্ষী দাঁড়িয়ে থাকত না আর তাঁর জন্য সকাল-সন্ধ্যা বড়ো বড়ো পাত্রে খাবার পরিবেশন করা হতো না অর্থাৎ, উচ্চমানের রাজকীয় খাবার পরিবেশন করা হতো না। যে কেউ মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইত সে সহজেই তাঁর সাথে দেখা করতে পারত। তিনি মাটিতে বসতেন, সাধারণ ও মোটা কাপড় পরিধান করতেন, গাধার পিঠে আরোহণ করতেন, নিজের বাহনের পেছনে অন্য মানুষকেও বসাতেন এবং আহারের পর নিজের আঙুলগুলো চেটে পরিষ্কার করে খেতেন। [এখানে হুযূর (আই.) খাবার শেষে আঙুল চেটে খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন।]

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **মু'মিনের জন্য শর্ত হলো তার মধ্যে যেন অহংকার না থাকে, বরং তার মধ্যে বিনয়, নম্রতা ও দীনতা পাওয়া যায়। আর আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তাদের মধ্যে পরম মানের দীনতা ও বিনয় থাকে আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যরূপে এই গুণটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাঝে বিদ্যমান ছিল। তাঁর এক খাদেমকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তোমার সাথে তাঁর আচরণ কেমন ছিল? তিনি বলেছিলেন, সত্য কথা হলো, আমার চেয়ে তিনিই আমার বেশি খিদমত করতেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।** এই ছিল মহানবী (সা.)-এর বিনয় ও নম্রতার অনুপম আদর্শ। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা, আদর্শ ও তাঁর সুন্নতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নম্রতার পথ অবলম্বন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) একজন প্রয়াত আহমদীর সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তার গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন। তিনি হলেন, সিয়ালকোট নিবাসী মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের পুত্র **মুকাররম মালিক দাউদ মাহমুদ সাহেব,** যিনি সম্প্রতি ইন্তেকাল করেন, **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন**। হুযূর (আই.) মরহুমের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করেন এবং তার উচ্চ মর্যাদার জন্য দোয়া করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)